যুগান্তর

তারিখ ... 20 ... 2009...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ......

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব

রাঙ্গামাটির হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে রাঙ্গামাটি জেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে বঞ্চিত হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাতায়াত এবং আর্থিক দুরবস্থার কারণে অনেকেই ঝরে যাচ্ছে মাধ্যমিক পাস করার আগেই। এ কারণে প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় অনেকে সন্তোষজনক ফল অর্জন করতে পারেনি। এবারও রাঙ্গামাটি জেলায় সন্তোষজনক ফল অর্জিত হয়নি। এবছর জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বাড়লেও গত বছরের তুলনায় পাসের হার কমে গেছে। তবে জেলার ৭০টি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় একমাত্র শতভাগ সাফল্য পেয়েছে রাঙ্গামাটি শহরের লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বরাবরের মতো স্কুলের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকার কথা। জেলায় এবারের পরীক্ষায় যে ৯৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে তার মধ্যে লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে রয়েছে ৬ জন। ঐ স্কুলের ৬ জন জিপিএ-৫ প্রাপ্তসহ ৫০ পরীক্ষার্থী সবাই পাস করেছে। এদিকে প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষা শেষে স্থানীয়ভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এবং আসন সংকুলান না হওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রামসহ বাইরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হিড়িক পড়ে। এবারও ভর্তি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষার্থী-অভিভাবক মহলে নানা দুশ্চিন্তা। সূত্র জানায়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উন্নয়নে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এর আগে তেমন কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। বাস্তবায়িত হয়নি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জেলায় কোন সুযোগই সৃষ্টি হয়নি। দেশের সর্ববৃহৎ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বলতে রয়েছে মাত্র ২টি সরকারি কলেজ, এমপিওভুক্ত ৮টি বেসরকারি কলেজ, ১টি সরকারি কারিগরি ইনস্টিটিউট। ১০টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে শুধু তিনটি কলেজে রয়েছে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা। একমাত্র রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে রয়েছে ২টি বিষয়ে অনার্স এবং নামমাত্র ১টি বিষয়ে মাস্টার্স। জেলার ১০ উপজেলার মধ্যে ৩টি উপজেলাতেই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। প্রত্যন্ত তিনটি উপজেলা সরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি উপজেলায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে এ তিন উপজেলার হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে।